বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ ২৩৩১৯১৩৮১৯১১/৩০৫৭/ নথি নং- কুমিল্লা-৪৩২ তারিখ: ৫.০৩.২০১৯ খ্রি:

বিষয়: অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাধীন মাওলানা নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি ও এবতেদায়ী শিক্ষক মো: মাসুদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠাতা জনাব মো: মনিরুল ইসলাম দুর্নীতি, অনিয়ম, জালিয়াতি এবং স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ দাখিল করেছেন। অভিযোগে দেখা যায় ইবতেদায়ী শিক্ষক মো: মাসুদ এবং সভাপতি মাদ্রাসাটি কোন নিয়মিত কমিটি ছাড়া নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করে আসছেন। এমনকি দাতা সদস্য জনাব মো: আলী আহম্মদকে ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব মো: মনিরুল ইসলামকে বাদ দিয়ে মাদ্রাসার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন মর্মে তিনি তাঁর অভিযোগে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আর্থিক ও সামগ্রিক নানা অনিয়মের বিষয়ে তিনি অত্র বোর্ডে অভিযোগ দাখিল করেন।

বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগসহ সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ৭ পাতা।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

04.03.19

প্রফেসর মো: মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন: ৯৬১২৮৫৮

প্রাপক: উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লাকসাম, কুমিল্লা।

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ ২৩৩১৯১৩৮১৯১১/ / নথি নং- তারিখ: .০৩.২০১৯ খ্রি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:
১. জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, লাকসাম, কুমিল্লা।
৪. সভাপতি/সদস্যবৃন্দ, মাওলানা নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসা, লাকসাম, কুমিল্লা।
৫. সুপার, মাওলানা নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসা, লাকসাম, কুমিল্লা।
৬. জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, গ্রামঃ তারাপাইয়া, পোঃ গাজীমুড়া, লাকসাম, কুমিল্লা।
৭. পি এ টু চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮. অফিস কপি।

মো: মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪

E:\DR(A)\Aman\Ovijog Todonto\Laksham Cumilla.Docx

বরাবর,

রেজিস্ট্রার বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড সমীপে।

বিষয়ঃ কুমিল্লা জেলার অন্তগর্ত লাকসাম থানাধীন তারা পাইয়া গ্রামে মাওলানা নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসার ব্যপক দুর্নীতির ও অনিয়ম অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন,১৯৮৫ সাল ইং হইতে অত্র গ্রামে একটি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। অত্র এলাকার নিরক্ষরতার হার বেশী। এই গ্রাম থেকে অন্যান্য শিক্ষা প্রাতষ্ঠান অনেক দূর।তাই এলাকাবাসী একটি উচ্চ মাধ্যমিক (আলিম) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অত্র এলাকায় দারিদ্রতার কারনে এলাকাবাসীর এই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আমি উক্ত গ্রামের সাধারণ একজন সদস্য। আমার দাদা ছিলেন পেশায় একজন শিক্ষক। যে প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতা করতেন,উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নাম দৌলতগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা,উক্ত প্রতিষ্টানের তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। দাদার নাম মৌলবী মোহাম্মদ আলী। ওনার পাঁচ ছেলে দুই মেয়ে। সন্তানদের মধ্যে বড় ছেলে মাওলানা নাজমুল হক। পেশায় তিনি ছিলেন শিক্ষক। ১৯৭৬ ইং সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। উক্ত দুই ব্যক্তিকে অত্র এলাকার লোকজন প্রখ্যাত আলেম হিসেবে মানুষ স্মরণ করে। উক্ত গ্রামবাসী ২০০৪ইং সালে একটি দাখিল মাদ্রাসা করার জন্যে সম্মিলিতভাবে একমত হয়। আমার এক চাচা যার নাম মাওলানা শেখ সাঈদ। ওনার অংশ ও গ্রামবাসীর সহযোগীতায় ত্রিশ শতাংশ জায়গা মাদ্রাসা করার জন্য গ্রামবাসী খরিদ করে। এক পর্যায়ে গ্রামবাসীর কার্যক্রম এখানেই স্থগিত হয়ে যায়। একটা সময় এসে গ্রামের চারজন আমি সহ উক্ত বিষয়টা নিয়ে পূনরায় বসি এবং এরপর পুরো গ্রামবাসী নিয়ে আমরা বেশ কয়েকবার মিটিং করি। মাদ্রাসার নামকরণ বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। মাও: নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসা নাম দিয়ে আমারা মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু করি। যখন নামটির প্রস্তাব আসে তখন অত্র এলাকার কোন লোকের আপত্তি ছিলনা।

উক্ত দাখিল মাদ্রাসার জন্য গ্রামবাসীর আঠার শতাংশ মাওলানা শেখ সাঈদের ছয় শতাংশ, মোঃ মনিরুল ইসলাম এর ত্রিশ শতাংশ, মোঃ আলী আহাম্মদ এর দশ শতাংশ, মাষ্টার আবদুল কাদের এর ছয় শতাংশ এবং মোঃ শফিকুর রহমান এর ছয় শতাংশ,জৈনিক ব্যক্তির ছয় শতাংশ সর্বমোট বিরাশি শতাংশ। উক্ত জমিগুলো সবই একই অবস্থানে। এই বিরাশি শতাংশ জায়গাই ছিল নীচু ভূমি। এই জমি গুলো সর্বনিম্ন পাঁচ ফুট উঁচু করতে হয়েছে।

আমরা পাঁচ জন যারা কাজ শুরু করি তারা ব্যতিত আরো লোকজন আমাদেরকে বিভিন্ন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে। পাঁচ সদস্যের এক সদস্য মোঃ রেয়াজুল হক কাজের শুরু থেকে একেবারে পুরো এক বছর উক্ত কাজের বিরোধীতা করেছে এবং বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করেছে এবং এ সময়টুকু পুরোপুরি দুরেই থাকে।

Mislam.

MD. MONIRUL ISLAM

ইতিমধ্যে আমরা গাছ, বাঁশ ও অন্যান্য জিনিস পত্র কালেকশন করে ঘরের কাজ শুরু করি। উক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য তিনটি ঘরের কাজ সম্পন্ন করি এর মধ্যে একটি ঘর একশত বিশ হাত, আরকেটি ঘর নব্বই হাত, আরেকটি ঘর পঞ্চাশ হাত নির্মিত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে শুধুমাত্র আটবান টিন সরকারীভাবে অনুদান পাই। ইতিমধ্যে উক্তঘর গুলোতে এবতেদায়ী মাদ্রাসাটি স্থানান্তরিত করি এবং ২০০৫ সাল সাল থেকে-ই মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি শুরু করি ও ২০০৬ সাল থেকে আমরা ক্লাস শুরু করি (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত)। সর্বমোট এরতেদায়ী দাখিল মাদ্রাসা মিলে চৌদ্দজন শিক্ষক ও দুই জন অফিস সহকারী নিয়োগ দিই। এর মধ্যে তিন জন এবতেদায়ী শিক্ষক সরকারী ভাবে পাঁচশত টাকা করে অনুদান পাইত। উল্লেখ্য যে শুরুতেই ছাত্র/ছাত্রীর ব্যপক সাড়া পাই।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, নতুন প্রতিষ্ঠানের ভাল ফলাফলের জন্য আমরা একটি স্কীম হাতে নেই। সকাল সাতটায় ক্লাশ শুরু এবং ছুটি হয় বিকাল পাঁচটায়। এতে ছাত্র/ছাত্রীদের এবং শিক্ষকদের দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করি ও শিক্ষকদেরকে বেতন ব্যতিত অতিরিক্ত সম্মানি প্রদান করি। ইতিমধ্যে আমাদের মোটামুটি প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। এরতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক যিনি বাংলা পড়ান তার নাম মাসুদ। এই মাসুদ স্যারকে দিয়াই আমরা অফিশিয়াল কাগজপত্র করে বোর্ডে সাবমিট করি। তখনকার প্রেক্ষাপটে এবতেদায়ী কমিটি দিয়াই আমরা একসাথে দাখিল ও এরতেদায়ী মাদ্রাসা পরিচালনা করি। এরতেদায়ী মাদ্রাসার কমিটির কমিটির সভাপতি ছিলো মোঃ রেজুয়ানুল হক। উনি বিনাশ্রমে পুরো প্রতিষ্ঠানের সভাপতি থেকে যায়। অর্থাৎ দুই হাজার পাঁচ সাল হইতে দুই হাজার আট সালের জুন মাস পর্যন্ত ওনার অর্থনৈতিক বা কোন ধরনের সহযোগীতা বা অনুদান উক্ত প্রতিষ্ঠানে পাই নাই।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে,ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান থাকলে দশ লক্ষ টাকা জামানত লাগে। এই দশ লক্ষ টাকার ও জামানত রাখা হয়। যার পরিমাণ বর্তমানে আঠারো লক্ষ টাকা। মোট কথায় একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের জন্যে সরকার যা যা শর্ত দিয়েছেন তা আমরা পূরন করতে সক্ষম হয়েছি। ইতিমধ্যে আমাদের উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রী অষ্টম ও দশম পরীক্ষা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দেয় ফলাফলের ব্যাপক সুনাম অর্জন হয়। ২০১৭ সালে পুরো বাংলাদেশে পঁয়ত্রিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি দেয় এরমধ্যে মাওঃ নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসাও একটি। তাই ২০১৮ সালে সর্বপ্রথম বোর্ড পরীক্ষায় অষ্টম শ্রেনীতে অংশ গ্রহণ করে ২০১৯ সালে দাখিল দশম পরীক্ষা সম্পূর্ণ করবে উক্ত প্রতিষ্ঠান। এমনি ভাবেই ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে মাসুদ স্যার দায়িত্ব পালন শুরু করে দায়িত্বরত অবস্থায় তারও সভাপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অনিয়মও অর্থ কেলেংকারীর অভিযোগ আসে এ কেলিংকারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে শিক্ষক গুলোকে মাদ্রাসা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মাদ্রাসার সুপারকেও তাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে সভাপতি ও মাসুদ স্যার রেজুলেশন করে মাসুদ স্যারই সুপার অথচ সে একজন এব্তেদায়ী সহকারী শিক্ষক।

MD. MONIRUL ISLAM

মাসুদ সাহেবের কেলেংকারী যখন প্রমাণিত হয়ে যায় তখন মাসুদ স্যার বিদেশে চলে যায়। বিদেশ থাকার মেয়াদ বাইশ মাস। বাইশ মাস পর মাসুদ স্যারকে বিদেশ থেকে নিয়ে আসে এবং পুনরায় তাদের পূর্বের কার্যকলাপ শুরু করে এবং গত বাইশ মাস চাকুরী না করেও মাসুদ স্যার বাইশ মাসের টাকা উত্তোলন করে নেয় সরকারী টাকা যা সভাপতির সহযোগীতায়।

সভাপতি সাহেব এর ব্যক্তিগত কোন অনুদান না থাকলেও কিন্তু পদের জন্য তিনি সর্বদাই সচেতন। শুধু তাইনা উক্ত গ্রামের সর্দারী, মক্তব, মসজিদ মাদ্রাসা যাই বলুন না কেন তিনি ওনার মত করে সাজাতে চান। এক পর্যায়ে সভাপতি এমন একটি পরিবেশ তৈরী করে ম্যানেজিং কমিটিরি বাঁকী সদস্যদের থেকে একটি লিখিত নেয় এ মর্মে যে মাদ্রাসায় আসা আর কারো প্রয়োজন নাই। আমি ও মাসুদ স্যার যা করি আপনারা শুধু স্বাক্ষর করে যাবেন। ঠিক তাই হয়েচে দীর্ঘ নয় বছর।

২০০৯ সাল হইতে এই ন্যক্কার জনক ঘটনা করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন, পরীক্ষা ফি, অন্যান্য ফি এবং সরকারী বইয়ের উপর ফি ও এলাকায় মৌসুমী চাঁদা বিদেশীদের নিকট কালেকশন শুরু করে।

বাস্তব সত্য হল দাখিল মাদ্রাসার শুরু থেকে ২০০৮ এর জুন পর্যন্ত কোন ধরনের ভর্তি ফি বা বেতন কোনটাই আমরা নেয় নাই। উক্ত কালেকশনকৃত টাকা কোন প্রকার আইন কানুন না মেনে ব্যাংকে টাকা না রেখে কোন রশিদ বই না দিয়ে মাদ্রাসা অফিসে হিসাব না করে কমিটির সাথে যোগাযোগ না করে তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মাদ্রাসার অফিশিয়াল কার্যক্রম পরিচালনা করে। যা অদ্যবধি পর্যন্ত অব্যাহত আছে। উক্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করতে চাইলে সে তাকেই অপমান করে এবং প্রতিবাদকারীর বিরুদ্ধে সমাজের একশ্রেণীর উশৃঙ্খল লোক দিয়ে অপমান করায়। এ মুহূর্তে যে শিক্ষক গুলো পাঠদান করাইতেছেন এদের কাহারোও বোর্ডে কাগজপত্র সাবমিট করে নাই এবং সুপারের কাগজ পত্রও সাবমিট করেন নাই। তাদের কথা সুপার হল এই মাসুদ স্যার। সভাপতি ও মাসুদ স্যার যে আইন করে সেটাই হল মূল আইন। উল্লেখ্য যে, চাকুরীর দিবে বলে তারা কিছু লোক থেকে টাকা ও হাতিয়ে নেয়। কেউ না দিলে কৌশলে তাকে বিদায় করে দেয়। এদের মধ্যে এমনি কিছু শিক্ষক ছিল যারা মাদ্রাসার দুর্দিনের সাথী ছিলো। এ ধরনের দুর্নীতি দুর্বিত্তয়ানদের বিরুদ্ধে এক পর্যায়ে একটি বিদ্রোহ এলাকায় গড়ে ওঠে। এলাকায় এরই মধ্যে এবতেদায়ী প্রধান মাওলানা আবদুল মালেক আশরাফী তিনি প্রতিবাদ করলে তাকেও মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়। অথচ এই আশরাফী সাহেব একজন এমপিও ভুক্ত শিক্ষক।

এমতাবস্থায় বিদ্রোহ আরো বেড়ে যায়। তখন গ্রামবাসী বসে সবাইকে শান্ত থাকতে বলে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সবাইকে একসাথে কাজ করতে বলে। ইতিমধ্যে জেলা ডিসি মাধ্যমে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি দাখিল করা জরুরী। তখন মাসুদ স্যার সভাপতিকে অবহিত করে যে, এ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট

Mislam.
MD. MONIRUL ISLAM.

কমিটিতে আপনি থাকতে পারবেন না কারণ শর্ত অনুযায়ী আপনার কোনটাই নাই, এটা জানার পর তারা আর এ কমিটি করেন নাই। আজ ও এই অবস্থাই আছে। অর্থাৎ শিক্ষক ও কমিটি বিহিন প্রতিষ্ঠান চলছে।

এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এলাকার কয়েকজন মুরব্বি নিয়ে আমরা মাদ্রাসার অফিস কক্ষে যাই। দায়িত্বশীল কাউকে পাই নাই। মাসুদ স্যারকে দেখলাম সুপারের চেয়ারে বসা। মাসুদ স্যারের নিকট আমরা মাদ্রাসার খোঁজ খবর নিতে চাইলে সে বলে সব কিছু সভাপতি জানে। সভাপতি যা বলে আমি তাই করি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গত ৯ বছরে একটি মিটিং ও অফিসিয়ালভাবে তারা করেন নাই। আমরা সভাপতি সাহেবকে বসার অনুরোধ করলে তিনি আমাদেরকে গালি গালাজ করেন এবং প্রাণে মেরে ফেলার মত হুমকি ও তিনি প্রদর্শন করেন।

এক পর্যায়ে হঠাৎ করে এক দিন মাদ্রাসার সহসভাপতি মোঃ আলী মাহাম্মদ সাহেব এর নিকট একটা অংশের হিসাব পাঠায় মাসুদ স্যার। যে হিসাবের সাথে বাস্তবতার কোন মিল নাই। উক্ত হিসাবে ম্যানেজিং কমিটির কোন সনদ নাই। তাদের এই মনগড়া হিসাব এর কাগজ পত্র আমাদের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। কোন উপায় খুজে না পেয়ে আমরা পুরো এলাকা ব্যাপী ছাত্র/ছাত্রী অভিভাবকদেরকে নিয়ে একটি সাধারণ সভার আহ্বান করি। উক্ত সভায় কমপক্ষে পাঁচশত লোক উপস্থিত হয়। মিটিং শুরু হতে না হতেই সভাপতি বিভিন্ন প্রকার গালি গালাজ ও ভয়ভীতি দেখায় এবং উশৃঙ্খল কিছু লোক দিয়ে মিটিংটি ভন্ডুল করে দেয়।

এক পর্যায়ে আমরা লোক মুখে শুনি ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান থাকলে সরকার কোন অনুদান দিবেনা। তাই তিনি তাহার মত করে মাওঃ নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসার বরাদ্দকৃত জায়গা যা সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বোর্ডে জমা। জমির চল্লিশ শতাংশ জায়গা এব্‌তেদায়ী মাদ্রাসার নামে আলাদা দলিল করে। বাঁকী জায়গাও তিনি ভিন্ন আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নামে দলিল করে। যে নামে তিনি আরেকটি প্রতিষ্ঠান করবেন অর্থাৎ মাঃ নাজমুল হক মাদ্রাসাটি জমি শূন্য হয়ে যায়।

ব্যক্তি নামের ১০ লক্ষ টাকা (এফ, ডি, আর ১৮ লক্ষ টাকা) হয়েছে সে টাকাও তিনি উত্তোলন করে নেয়। যুক্তি হল ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান থাকলে ব্যাংকে টাকা পড়ে থাকবে। তাই ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে আমি গ্রামের নামে মাদ্রাসা করে দিব। এ গুলো তার একটা অযুহাত। এদিকে এবতেদায়ী মাদ্রাসার বরাদ্দকৃত জায়গায় ৯ শতাংশ। এই ৯ শতাংশ জায়গায় তিনি আরেকটি মসজিদ করবেন। অথচ সেখানে একশত পঞ্চাশ বছরের পূর্বের একটি ঐহিহ্যবাহী মসজিদ রয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, যে ব্যক্তি এই মসজিদের জন্যে জায়গা দিয়াছে উক্ত সে ব্যক্তিই মাদ্রাসার জন্যে এই নয় শতাংশ জায়গা দিয়াছে। তাদেরও জিজ্ঞাস করার মত কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি মনে করেন না। উক্ত ঘটনা গুলো প্রমাণিত হয় পুরো বিষয়টাই হল সভাপতি ও মাসুদ স্যার এর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

MD. MONIRUL ISLAM.

উল্লেখ্য সভাপতি সাহেব ও মাসুদ স্যার নিজের মত রেজুলেশন করে গ্রামের সহজ সরল মানুষের নাম জড়িয়ে নেয় এ ধরনের জাল কাগজ পত্র করে জাল রেজুলেশন ও জাল ছিল করে তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। এর প্রমাণ স্বরূপ একটি রেজুলেশনে পাওয়া যায় এমন ধরনের,

জনাব বদিউল আলম প্রস্তাবকারী সমর্থন কারী জনাব আবুল খায়ের। অথচ এ ধরনের কিছুই তারা জানেন না। গত তিন বছর থেকে এমন একটি অপপ্রচার করে যে, ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান থাকলে সরকার কোন অনুদান দিবে না এবং কি এম, পি ও ভূক্ত হইবে না। অথচ ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান করার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড একটি নীতিমালা, তৈরী করে দিয়েছে যে নীতিমালার পুরোটাই মাওলানা নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসার পক্ষ থেকে এলাকাবাসী পুরন করেছে। তাদের এই স্বার্থানবেশী স্বার্থের কুট-কৌশল পুরো এলাকাবাসীকে একটি বিপদের সম্মুখীন করেছে উক্ত প্রতিষ্ঠান সহ প্রায় ৭০০ ছাত্র/ছাত্রী তাদের জীবন যাত্রা শুরু থেকেই হোঁচট খাওয়ার পথে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০১৮ ইং সালে সরকার একটি ঘোষণা প্রদান করেন, এ মর্মে যে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এমপিওর জন্যে আবেদন করেন নাই, সে প্রতিষ্ঠান গুলো যেন আবেদন করেন। এ মর্মে মাওলানা নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আমরাও আবেদন করি। সরকার আরো ঘোষণা করে ২০২৪ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সর্বমোট ৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও করে নিবে। যা নিয়মিতভাবে প্রায় জাতীয় পত্রিকায় এসেছে।

এমতাবস্থায় উল্লেখ্য যে, অত্র এলাকাবাসীও মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আমার চাওয়া-

১) উক্ত মাদ্রাসায় যারা ২০০৪ইং সাল হইতে অদ্যবদি পর্যন্ত জায়গা, টাকা-পয়সা শ্রম মেধা সময় ব্যয় করে ও ছাত্র-ছাত্রী দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রাণোবন্ত করেছে, তাদের চাহিদা ও স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বোর্ডের একটি হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

২) ২০০৫ইং সাল হইতে ২০০৮ইং সালের জুন পর্যন্ত একটি হিসাব (প্রথম পর্ব)

৩) ২০০৮ইং সালের জুলাই হইতে অদ্যবদি পর্যন্ত আরেকটি হিসাব (দ্বিতীয় পর্ব) বোর্ডের মাধ্যমে আমরা চাই,

৪) গ্রামবাসীর সিদ্ধান্তক্রমে এবতেদায়ী ও দাখিল মাদ্রাসার কাগজপত্র একই ফাইলে বোর্ডে সাবমিট করা।

৫) গ্রাম বাসীর মতামতের তোয়াক্কা না করে দাখিলও এবতেদায়ীর ফাইল কার মতামতের ভিত্তিতে আলাদা করা হয়।

৬) কোন ক্ষমতা বলে এবং কি কারণে কমিটি থেকে লিখিত নিয়ে তারা একক ভাবে মাদ্রাসা পরিচালনা করে।

৭) বোর্ডে পাঠদানের অনুমতির পরও কেন, বোর্ডের যথাযথ কোন নিয়ম পালন করা হয় নাই।

৮। অযৌক্তিক অপপ্রচার করে সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের মতে তারা মাদ্রাসার নাম কি করে পরিবর্তন করে।

৯। যারা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান প্রদান করে তাদের বিশ্বাসের অনুদান কি করে অন্য প্রতিষ্ঠান নামক স্থানে তাদের অনুমতি ব্যতিত তারা কার্যক্রম পরিচালনা করে,দুই তিন বার পর্যন্ত মনের মত করে দলিল গুলো হস্তান্তর করে।

১০। এফ ডি আর কৃত ১৮,০০,০০০/= টাকা কিভাবে তারা উত্তোলন করে এবং নিজের মত করে খরচ করে।

১১। কি অপরাধে অতীতের শিক্ষক গুলোকে তারা এক এক করে বিদায় করে এবং বোর্ড কাগজ পত্র জমা না দিয়ে মৌখিভাবে শিক্ষক নিয়ে পাঠদান করায়।

১২। বেনো প্রকার কমিটির গুরুত্ব না দিয়া কোন আইনের আওতায় তারা পতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে।

১৩। মাসুদ স্যার বাইস মাস বিদেশ থাকার পরও কিভাবে সভাপতি তাকে বেতন প্রদান করেন ও সরকারী টাকা উত্তোলন করিয়ে দেন।

১৪। প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির নামে করার ক্ষেত্রে সরকার একটি নীতিমালা নির্ধারণ করে অতএব কোন নীতিমালার কারণে তারা দুই জন কি কারণে মাদ্রাসার নাম পরিবর্তন করে।

১৫।উক্ত প্রতিষ্ঠানটি অদ্যবধি পর্যন্ত অর্থ সম্পদ শ্রমমেধা অনেক বড় অংকের টাকা খরচ হয়েচে। আজ এ প্রতিস্থান হুমকির মুখে,এর দায়দায়িত্ব কে নিবে।

১৬। এলাকাবাসী মাওলানা নাজমুল হক সাহেবকে ভালোবেসে ওনার সম্মানে মাদ্রাসার নাম করণ করেন। আজকে ওনার নামের পরিবর্তনের পরে সম্মানিত ব্যক্তির মান হানিকর অবস্থা হয়।

উক্ত গঠনার দরুন একটি মান হানিও ক্ষতিপুরণ মামলা করার অনুমতি আবেদন করছি।

১৭। মাসুদ স্যার ও রেজাউল হক এদের অপকর্মের কারণে প্রতিষ্টানটি অনেক পিছিয়ে পরেছে তাই সরকারীভাবে তাদেরকে বোর্ডে ডেকে যতাযথ হিসাব ও সকল প্রকার হিসাব সাবমিট করার আহ্বান করছি।

১৯। এখনই যাতে শিক্ষকদের কাগজ পত্র বোর্ডে জমা দেওয়া হয় এবং মাদ্রাসার একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি সম্পূর্ণ করে মাদ্রাসাটিকে পূণরায় প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ করে দেয়।

২০। পদাধিকার বলে প্রতিষ্ঠাতা মোঃ মনিরুল ইসলাম এবং স্থান দাতা মোঃ আলী আহম্মদ আমরা এই দুইজন যেনো আমাদের সম্মানে ও অধিকারে ভূষিত হতে পারি এবং বাকী যারা জমি ও অর্থ ও বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছে তারা জেনো তাদের পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়ে পায়।

২১। সভাপতি উক্ত পতিষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে কি অনুদান দিয়েছে তার একটি হিসাবের তালিকা যেন,বোর্ডে সাবমিট করে।

২২। ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান করার সকল শর্তও পূরণ করা হয়েছে। এরপর কি করে তারা এককভাবে নিজের মত করে নাম পরিবর্তন করে।

২৩। মাওলানা নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসার নামে যে জমিগুলো ছিলো সে জমি গুলো জেনো পুণরায় মাওলানা নাজমুল হক দাখিল মাদ্রাসার নামে রেজিস্ট্রি করে দেয়।

২৪। যারা এ অপকর্ম গুলো করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থ দন্ড করেছে তার একটা হিসাব পুণরায় কাজপত্র দাখিল করার খরচ যেনো অপরাধীদের থেকে নিয়ে সমাধান করে দেয়।

পরিশেষে প্রার্থনা এই যে,বর্তমান সরকার একটি উদার গণতন্ত্রপন্থী ও বাস্তবধর্মী। এই সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বহুমুখী স্কীম চালু করেছে ও অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং আমার আসনের এমপি (বর্তমান এল,জি,আর,ডি মন্ত্রী) মহোদয় এর প্রতি আমার আকুল আবেদন উক্ত প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণ মর্যাদা দিবেন এবং যথাযথ হিসাব নিকাশ সর্বপ্রকার অফিসিয়াল কাগজপত্র শিক্ষক নিয়োগ এফ ডি আর কৃত টাকা মাদ্রাসার জায়গা দুষ্কৃতকারীদের নিকট থেকে উদ্ধার করে মাদ্রাসাটিকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার জন্য জোর আবেদন জানাচ্ছি এবং আইন ও বিধি মোতাবেক এ ধরণের দুর্নীতিকর লোকদের শাস্তির জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। এরই পাশাপাশি আরো আবেদন জানাই যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যেনো একটি উচ্চ মাধ্যমিক (আলিম) প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় এবং আবাসিক সুবিধা সহ ভবনের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়ে অত্র এলাকার লোকজনের আশা ভরসার স্থান যেনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সেই দৃষ্টিকোণে কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা অত্র এলাকাবাসী সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
20-01-2019
মোঃ মনিরুল ইসলাম
পিতা: মৃত মাওলানা নাজমুল হক
তারা পাইয়া,লাকসাম,কুমিল্লা

20-1-19.

সংযুক্তিঃ

১.আমার জাতীয় পরিচয় পত্র।

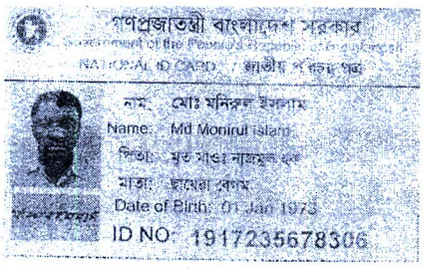

20-1-19.